দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2·1·JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছেলে ধরার গুজবে উদ্বিগ্ন বাবা-মায়ের ভিড় স্কুলের সামনে—

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

নগরীতেছেলেধরা আতঙ্ক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে দেখা যাচ্ছে উৎকণ্ঠিত অভিভাবকদের ভিড়। সন্তানকে একা একা স্কুলে পাঠিয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না কেউই। এমনকি যারা ছেলেধরা আতঙ্ককে গুজব বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন-- তারাও নিজের সন্তানের ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না।

ছেলেমেয়েদের স্কুলের সামনে এখন প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে বাবা-মায়েদের বিরাট ভিড়। অনেকটা এসএসসি পরীক্ষার মতো। অভিভাবকরা নিজে এসে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে দিয়ে যাচ্ছেন, আবার নিয়েও যাচ্ছেন নিজেই। অন্য কারও ওপর যেন আর নির্ভর করতে পারছেন না। পুরনো ঢাকা এবং নগরীর উপকণ্ঠের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বেশি।

পুরনো ঢাকার স্কুলগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সাধারণত নিজ উদ্যোগেই যাওয়া-আসা করত এতদিন। কখনও দল বেঁধে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে। কোথাও কোথাও আবার দেখা যেত ভাড়াটে স্কুল ভ্যান। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অন্য দৃশ্য। বৃহস্পতিবার সকালে

(১৫ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

সারা দেশে ছেলেধরা আতঙ্ক। রাজধানীর অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝড়-বৃষ্টি-রোদ উপেক্ষা করে স্কুলের সামনে অপেক্ষা করেন —জনকণ্ঠ

(প্রথম পাতার পর)

ছেলে ধরার গুজবে

পুরনো ঢাকার জুবিলী স্কুলের সামনে দণ্ডায়মান আবুল হাসেম জানান, এতদিন তাদের লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটেই স্কুলে আসত। কিন্তু গত দু'দিন থেকে তিনিই নিয়ে আসছেন। স্কুলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন নিজের ব্যবসায়ের কাজে। আবার ছুটির আগে আগে পৌঁছে যাচ্ছেন স্কুলে। মমিনুর রহমান নামের অপর একজন জানান, ছেলেধরার বিষয়টা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাছাড়া সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণার কারণে সবকিছু স্পষ্টই হয়ে গেছে। তারপরও ছেলেকে নিতে নিজেই এসেছেন। কারণ 'ছেলের মা মানতে চায় না।' জুবিলী স্কুলের মতো পুরনো ঢাকার অধিকাংশ স্কুলেই বৃহস্পতিবার দেখা গেছে একই দৃশ্য। একই পরিস্থিতি ছিল মিরপুর, শাহজাহানপুর, রামপুরা, বাসাবো, জিগাতলার বিভিন্ন স্কুলে। স্কুলগুলোর সামনে অভিভাবকদের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এ সময় রিক্সা-স্কুটারের ভাড়াও বেড়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক হারে। উদয়ন, অগ্রণী, ল্যাবরেটরি, ভিকারুন্নেসার মতো নামকরা স্কুলগুলোর সামনে সব সময়ই অভিভাবকদের ভিড় থাকে। তবে ক'দিন ধরে এ ভিড় আরও বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এসব স্কুলের সামনের অস্থায়ী দোকানদাররা। চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক এনামুল হক অপেক্ষা করছিলেন অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে। তিনি বলেন, পত্র-পত্রিকায় এখন ছেলেধরার কথা পড়ছি। কিন্তু আমরা তো কখনই সন্তানকে একা স্কুলে পাঠাতে সাহস করতাম না। সব সময়ই তো একই অবস্থা। নিরাপত্তা তো অনুভব করিনি কখনও। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কবে যে উন্নত হবে, কবে যে সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব জানি না।

এদিকে ছেলেধরা বিষয়ক কথাবার্তাকে পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্মকর্তা পুনরায় গুজব বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান, এ নিয়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা হয়েছে ঢাকায় এবং বাইরে। ছেলেধরা সন্দেহে অনেকে প্রহৃত হয়েছেন, কেউ কেউ প্রহারে মারাও গেছেন। কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাইনি। প্রতিটি ঘটনাই হয়েছে অনুমান আর হুজুগের ওপর ভিত্তি করে। তিনি অভিভাবকদের এ নিয়ে বাড়তি আতঙ্ক পোষণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন।